দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বৈষম্যহীন শিক্ষা নিশ্চিত করিতে হই

বিবিধ আধুনিক ও বাণিজ্যিক উপাদানের সংমিশ্রণে বাংলাদেশে সরকারী-বেসরকারী শ্রি যে যথেষ্ট ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফুলিয়া-ফাঁপিয়া হ হইলেও এতদিনেও একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু গড়িয়া উঠে নাই। গত সাড়ে তিন সময়-সীমার ভিতর গ্রাম ও শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বহুগুণ। শিক্ষা প্রধান যে কুশীলব শিক্ষকসমাজ, তাহাদেরও আয়-রোজগার বাড়িয়াছে অতীতের তুলনায়। উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে জিনিসটি জাঁকিয়া বসিয়াছে তাহা হইল বৈষম্য দেশে, একই সমাজে কত রকমের শিক্ষা পদ্ধতি যে চালু রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠি পড়িয়াছে। পরিতাপের বিষয়, বৈষম্যমূলক এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিভেদাত্মক শিক্ষা প্রসারে হউক, না জানিয়া হউক সরকার নিজেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করিয়াছে অনেক সরকারী কোষাগারের টাকায় প্রাইমারী হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চালু রহিয়াছে বিভিন্ন শিক্ষা। একদিকে আছে সাধারণ কনভেনশনাল শিক্ষা; অন্যদিকে মাদরাসা এবং ব প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী ফ্রি প্রাইমারী তো আছেই। পাশাপাশি আছে বেসরকারী নিবন্ধি কমিউনিটি বিদ্যালয়। ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষাতো একালে শহরাঞ্চলে বেশ প্রসার করিয়া ল উপরন্তু কিন্ডারগার্টেন এবং প্রি-ক্যাডেটের ছড়াছড়ি শহরাঞ্চলে, এমনকি বর্ধিষ্ণু গ্রামেও। ত মন্দ স্কুল বলিয়াও এক ধরনের বিভেদাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি এইখানে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে ইহ

এই যে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা, এতে করিয়া সমাজের ভিতরে প্রকাশ্যেই রচি যাইতেছে ভেদরেখা। সংস্কৃতিচেতনা এবং মূল্যবোধের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করিয়াছে ব কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বিরোধপূর্ণ। একটি জ্ঞানভিত্তিক এবং সুষম সমাজ বিকাশের প চাইতে বড় অন্তরায় আর কি হইতে পারে? বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে জা অনেকটাই বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদও সে কথা গত রবিবার ২রা মার্চ শিক্ষা সংক্রান্ত এক সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণে। তিনি শিক্ষাখাতে সরব বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিলেন অকপটে।

আমাদের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাবরই মোটা অংকের বরাদ্দ দেওয়া হইয়া থাকে। বরাদ্দ পাইয়া থাকে এই খাতটি। বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয়ত আছে। প্রশ্নটিও জরুরি যে, বরাদ্দ কেন বাড়ান হইবে? শিক্ষার কোন্ উন্নতির জন্য তাহা ব্যয় কর সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে কিংবা কম খরচে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত জন্য, নাকি প্রজেক্ট-প্রোগ্রাম করিয়া শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকের আর্থিক অনিয়মে বৃদ্ধির জন্য? বিষয়টি অবশ্যই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা যে দারুণভাবে দুর্নীতিলাঞ্ছিত তাহা বলিতে গেলে ওপেন সিক্রেট, প্রায় জানেন। কাজেই বাজেটের চাইতে এক্ষণে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইল শিক্ষা দুর্নীতিমুক্ত করা এবং এমন একটি সুসমন্বিত একক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যাহাতে সক একইরকম মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়। জ্ঞানের পরিবর্তে শিক্ষা নিজেই সমাজে বীজ বপন করিবে—এমনটি কিছুতেই কাম্য হইতে পারে না।